বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

শুভেচ্ছা কথা

বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য আজকের শিশুকে আগামী দিনের আলোকিত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে শিশুর ভেতরের অপার সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে হয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অবাধ সুযোগের মাধ্যমে। এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু তার স্বপ্নের জগত ও উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিতে হয় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে।

এই উদ্দেশ্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশু বান্ধব সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করছে। স্বচ্ছল পরিবারের শিশুদের জন্য যেমন শিশু একাডেমির কার্যক্রম আছে তেমন দুস্থ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্যও রয়েছে যুগোপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী। সারাদেশের বিপুলসংখ্যক শিশু অংশগ্রহণ করছে এসব কর্মসূচীতে।

এই লক্ষ্যে প্রকাশ করা হচ্ছে বার্ষিক প্রতিবেদন। তথ্য কমিশনে ‘বাংলাদেশ শিশু একাডেমির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২’ জাতীয় তথ্য প্রবাহের সংগে যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। পরিশেষে তথ্য কমিশনের কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩’ প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

লাকী ইনাম
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

প্রসঙ্গ-কথা

তথ্য প্রবাহের এই যুগে সরকারের সকল কার্যক্রম এখন জনগণের অধিকারের পর্যায়ভূক্ত। সে লক্ষ্যে সরকার 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' প্রণয়ন করেছে। এর ফলে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের সকল কার্যক্রম এখন জনগণের অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। জনগণের এ আইনসঙ্গত অধিকারের প্রতি বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শ্রদ্ধাশীল।

বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য আজকের শিশুকে আগামী দিনের আলোকিত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। সেই অঙ্গীকার পূরণে তথ্য কমিশনের আয়োজনে 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩' অন্তর্ভূক্তিতে জাতীয় তথ্য প্রবাহের সংগে যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি দেশের শিশুদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রতিষ্ঠিত শীর্ষস্থানীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান। শিশুদের মেধা-মনন ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠান শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-চারুকলা-বিজ্ঞানসহ সংস্কৃতির নানা শাখায় দেশব্যাপী বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিত্তবান পরিবারের শিশুদের জন্য যেমন শিশু একাডেমির কার্যক্রম আছে, তেমনি সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ শিশুদের জন্যেও রয়েছে যুগোপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক সব কর্মসূচি। দেশের অগণিত শিশু অংশগ্রহণ করছে এসব কর্মসূচিতে। দিন দিন শিশু একাডেমির কার্যক্রম সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।

শিশুর বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কার্যক্রমকে আরো বেগবান ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা আমরা প্রতিপালন করে থাকি। যে সকল দাতাদেশ ও সংস্থা বাংলাদেশ শিশু একাডেমির বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। উল্লেখ্য শিশুদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রতি বাংলাদেশ শিশু একাডেমির আগ্রহ এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে, 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩' প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আনজীর লিটন
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

পটভূমি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৪% শিশু। জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার এই শিশুদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার স্বার্থে ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক শিশু অধিকার সনদ ঘোষণার ১৫ বছর পূর্বে, ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সারা দেশের ৬৪টি জেলায় এবং ৬টি উপজেলায় শিশু একাডেমির শাখা অফিস রয়েছে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মূল কর্মকান্ড পরিচালিত হয় কেন্দ্রীয় ইউনিট থেকে। একই কর্মসূচি কেন্দ্রীয় অফিসসহ সকল জেলায় অনুসরণ করা হয়। জেলা শাখাগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি পরিচালনা কমিটি রয়েছে। দেশের ৬টি উপজেলায় শিশু একাডেমির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে স্থানীয় কমিটি রয়েছে। এভাবে দেশের সকল শিশুকে একাডেমির কর্মকান্ডের আওতায় আনার একটি কার্যকর প্রক্রিয়া চালু করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিশু উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে সরকার ‘মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়’ নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। এই মন্ত্রণালয় গঠনের ফলে শিশু উন্নয়ন বিষয়টি আগের তুলনায় অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় শিশু-কিশোরদের অধিকার এবং সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু প্রণীত শিশু আইনের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালে জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করেন। তাঁর দিকনির্দেশনায় প্রণীত হয় শিশু আইন ২০১৩। বস্তুত জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ ও শিশু আইন ২০১৩-এর ভিত্তিতেই বাংলাদেশে শিশুদের সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের সামগ্রিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হলেও আমাদের শিশুরা প্রতিভার দিক থেকে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর শিশুদের সমকক্ষ। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আমাদের শিশুরা বহু স্বর্ণপদক ও অন্যান্য পুরস্কার লাভ করে তাদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে এবং বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বর্তমানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। ২০১৮ সালের ১৪ নভেম্বর (৩০ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ) বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন অনুমোদিত হয়। ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা বোর্ড দ্বারা এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

রূপকল্প (vision)

বিকশিত শিশু।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সঠিক পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুর প্রতিভার বিকাশ সাধন।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশুদের সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। ২০ সদস্য বিশিষ্ট ব্যাবস্থাপনা বোর্ড দ্বারা এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিশু একাডেমির মূল কর্মকান্ড পরিচালিত হয় কেন্দ্রীয় ইউনিট থেকে। একই কর্মসূচি কেন্দ্রীয় অফিসসহ সকল জেলায় অনুসরণ করা হয়। জেলা শাখার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি পরিচালনা কমিটি রয়েছে। দেশের ৬টি উপজেলায় শিশুদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে স্থানীয় কমিটি রয়েছে। এভাবে দেশের সকল শিশুকে একাডেমির কর্মকান্ডের আওতায় আনার একটি কার্যকর প্রক্রিয়া চালু করা সম্ভব হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো

শিশুদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও শিশু অধিকার সুরক্ষায় বর্তমানে কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলায় (কেশবপুর, পরশুরাম, মিঠাপুকুর, কুলাউড়া, শ্রীনগর ও বাবুগঞ্জ উপজেলা) শিশু একাডেমির কার্যক্রম চলছে।

২০১৮ সালের আইন অনুযায়ী নতুন প্রবিধানমালায় দেশের সবকটি উপজেলায় শিশু একাডেমির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৪৭১০ জন জনবল সম্বলিত নতুন জনবল কাঠামো প্রণয়ন পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

একাডেমির প্রধান কার্যাবলি

১. বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বদেশ প্রেম, নৈতিক শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃজনশীল ও সুকুমার বৃত্তিসহ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ;
২. শিশুদের সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, বিনোদন ও শিক্ষামূলক কর্মতৎপরতার উন্নয়ন;
৩. শিশুদের শারীরিক বিকাশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিপর্যয়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
৪. শিশুতোষ সাহিত্য মুদ্রণ ও প্রকাশনা;
৫. প্রতিবন্ধী এবং অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ;
৬. ডিজিটাল যুগের উপযোগী করে শিশুদের গড়ে তোলার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।

মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বছরব্যাপী বাস্তবায়িত কার্যক্রম

১. ‘বঙ্গাবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো’ কার্যক্রমের আওতায় বঙ্গাবন্ধু বিষয়ক বক্তৃতামালা, অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং কারাগারের রোজনামচা থেকে পাঠ অভিনয়, দেশব্যাপী শিশুদের অংশগ্রহণে বঙ্গাবন্ধু বিষয়ক রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি এবং শিশু সংলাপ। আয়োজন করা হয়েছে।
২. বঙ্গাবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ প্রতিযোগিতা।
৩. ডকুমেন্টারি/ শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শন।
৪. শহিদ শেখ রাসেলের সঙ্গে বঙ্গাবন্ধু হত্যাকান্ডের সময় সংঘটিত নির্মম ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা।
৫. চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা।
৬. আলোকচিত্র প্রদর্শনী।
৭. জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিষয়ক সিরিজের ২৫টি বইয়ের মুজিববর্ষ সংস্করণ গ্রন্থ প্রকাশ।
৮. মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক মুজিববর্ষের লোগো সম্বলিত টি শার্ট ও মগ বিতরণ।
৯. মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গাবন্ধুর জীবনী নিয়ে অনলাইন কুইজ ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন।

১০. মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশু পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বর্তমানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট দ্বারা এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্যবর্গের নামের তালিকা

১।	জনাব লাকী ইনাম চেয়ারম্যান বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	-	চেয়ারম্যান
২।	জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা মহাপরিচালক বাংলা একাডেমি		সদস্য
৩।	জনাব লিয়াকত আলী লাকী মহাপরিচালক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি		সদস্য
৪।	অধ্যাপক নিসার হোসেন ডিন চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়		সদস্য
৫।	জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান অতিরিক্ত সচিব (শিশু ও সমন্বয়) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়		সদস্য
৬।	জনাব মোহাম্মদ আজাদ ছাল্লাল যুগ্মসচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।		সদস্য
৭।	সৈয়দ মেহদী হাসান যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।		সদস্য
৮।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম যুগ্মসচিব (প্রশাসন) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়		সদস্য
৯।	জনাব হাসনা জাহান খানম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়		সদস্য
১০।	জনাব শাহনাজ সামাদ যুগ্মসচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।		সদস্য
১১।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়		সদস্য
১২।	জনাব মো: তৌহিদ হাসানাত খান অতিরিক্ত সচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।		সদস্য

১৩।	জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার সরকার যুগ্মসচিব (ই-সার্ভিস ডেলিভারি অধিশাখা), (ডিজিটাল গভর্নেনস ও সিকিউরিটি অনুবিভাগ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়		সদস্য
১৪।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়		সদস্য
১৫।	ডাঃ মাখদুমা নার্গিস সভাপতি বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ ২২/১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ বাসার ঠিকানা-আনন্দধারা, বাড়ি # ৪, রোড # ১৪ সেক্টর # ৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।		সদস্য
১৬।	জনাব মাহমুদা আক্তার নির্বাহী পরিচালক ইন্সষ্টিটিউট অফ চাইল্ড এ- হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (আইসিএইচডি), বাড়ী নং-১৬২ (৪র্থ ফ্লোর), রোড-১(ইষ্ট) ডিওএসএইচ, বারিধারা, ঢাকা-১২০৬		সদস্য
১৭।	জনাব জাকিয়া কে হাসান নির্বাহী পরিচালক দীপ্ত ফাউন্ডেশন, ৩/৯০৪, ইষ্টার্ণ টাওয়ার নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১২১৭		সদস্য
১৮।	চীফ অপারেটিং অফিসার সূচনা ফাউন্ডেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ভবন, ২য় ফ্লোর, বাড়ি নং-৮, রোড নং-১১ (পুরাতন)-৩২), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯		সদস্য
১৯।	জনাব মাহবুবুল হক চেয়ারপারসন ডন ফোরাম, বাড়ী নং: ১০-সি/১ (দ্বিতীয় তলা) মাদ্রাসারোড, আজিজ মহল্লা মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭		সদস্য
২০।	জনাব আনজীর লিটন মহাপরিচালক বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা।	-	সদস্য সচিব

বাংলাদেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৬৪টি জেলা শাখা এবং ৬টি উপজেলা শাখা রয়েছে।

অনুমোদিত জনবলের বিবরণ

শ্রেণি	কেন্দ্রীয় কার্যালয়	জেলা/উপজেলা শাখা	মোট
১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	১৭	৬৪+০	৮১
২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	১	০+৩	৪
৩য় শ্রেণির কর্মচারী	৩২	১২৮+৪	১৬৪
৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	২০	১২৮+৬	১৫৪
সর্বমোট =	৭০	৩২০+১৩	৪০৩

শূন্যপদের বিবরণ

শ্রেণি	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্য	মন্তব্য
১ম শ্রেণি	৮১	৬৪	১৭	৩০টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
২য় শ্রেণি	০৪	০৩	০১	
৩য় শ্রেণি	১৬৪	১০২	৬২	
৪র্থ শ্রেণি	১৫৪	১১৫	৩৯	
মোট =	৪০৩	২৮৪	১১৯	

জেলা কার্যালয়ের ভবন ও জমি সংক্রান্ত তথ্য :

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৬৪ জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন/নিজস্ব জমি/পরিত্যক্ত বাড়ি/ভাড়া বাড়ি (ব্যক্তিমালিকানাধীন/ সরকারি ভবনে (বিনা ভাড়ায়)/সরকারি ভবনে (ভাড়ায়) বাড়ি সংক্রান্ত তথ্য) :

১.	নিজস্ব ভবন	:	১৬টা
২.	ভাড়া বাড়ি (ব্যক্তিমালিকানাধীন)	:	২৭টা
৩.	সরকারি ভবনে (ভাড়ায়)	:	১৫টা
৪.	সরকারি ভবনে (বিনা ভাড়ায়)	:	৬টা
	মোট	:	৬৪টা

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৬৪ জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন/নিজস্ব জমি/পরিত্যক্ত বাড়ি/ভাড়া বাড়ি (ব্যক্তিমালিকানাধীন/ সরকারি ভবনে (বিনা ভাড়ায়)/ সরকারি ভবনে (ভাড়ায়) বাড়ি সংক্রান্ত তথ্য) :

১.	নিজস্ব ভবন	:	১৬টা	গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, খুলনা, নীলফামারী, সাতক্ষীরা, নরসিংদী, খাগড়াছড়ি।
২.	ভাড়া বাড়ি (ব্যক্তিমালিকানাধীন/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)	:	২৭টা	জামালপুর, কুমিল্লা, পাবনা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, মুন্সীগঞ্জ, শেরপুর, মৌলভীবাজার, মাগুরা, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, নড়াইল, মানিকগঞ্জ, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী, সুনামগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, জয়পুরহাট, ঝালকাঠী, ভোলা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মাদারীপুর, পঞ্চগড়।
৩.	সরকারি ভবনে (ভাড়ায়)	:	১৫টা	সিলেট, বগুড়া, যশোর, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, মেহেরপুর, পিরোজপুর, নেত্রকোণা, হবিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, বরগুনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৪.	সরকারি ভবনে (বিনা ভাড়ায়)	:	৬টা	ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কিশোরগঞ্জ, কক্সবাজার, নওগাঁ, বাগেরহাট।
৫.	ভাড়া বাড়ি (ব্যক্তিমালিকানাধীন)	:	উপজেলা ৬টি	উপজেলা কেশবপুর, উপজেলা শ্রীনগর, উপজেলা বাবুগঞ্জ, উপজেলা কুলাউড়া, উপজেলা পরশুরাম, উপজেলা মিঠাপুকুর।

বি. দ্র. : বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ১৫টি জেলায় (ময়মনসিংহ, জামালপুর, সিলেট, বগুড়া, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, মানিকগঞ্জ, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, নড়াইল, পঞ্চগড়) নিজস্ব জমি আছে।

মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের বিবরণ

জেলা শাখা কার্যালয়ের জনবল নিম্নরূপ :

১। জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	:	১জন
২। লাইব্রেরিয়ান-কাম-মিউজিয়াম কীপার	:	১জন
৩। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	:	১জন
৪। অফিস সহায়ক	:	১জন
৫। নিরাপত্তা প্রহরী	:	১জন

- প্রতিটি জেলা কার্যালয়ে মোট জনবল ৫ (পাঁচ) জন।

উপজেলা শাখা কার্যালয়ের জনবল নিম্নরূপ :

১। উপজেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	:	১জন
২। হিসাব সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক	:	১জন
৩। অফিস সহায়ক	:	১জন

- প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ে মোট জনবল ৩ (তিন) জন।

মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য চলমান ব্যবস্থাসমূহ :

১। জেলা শাখা পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটরিং।
২। ত্রৈমাসিক/বাৎসরিক আর্থিক প্রতিবেদন সরকারি অডিট দল কর্তৃক মনিটরিং ও পরিবীক্ষণ।
৩। প্রতিটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন শেষে সচিত্র প্রতিবেদন দাখিল পদ্ধতি।
৪। মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত পরিদর্শন/আকস্মিক পরিদর্শন, ইন্টারনেট/ই-মেইল/স্কাইপি/ভাইবার ও টেলিফোনিক মনিটরিং পদ্ধতি।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ

প্রকাশনা বিভাগ

পুস্তক ও জ্ঞানকোষ প্রকাশনা :

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি থেকে নিয়মিত বাংলা ভাষায় শিশুদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতমানের বই এবং কোষগ্রন্থ ও মাসিক "শিশু" পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। নিয়মিত ভাবে মাসিক "শিশু" পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। শিশু পত্রিকার বার্ষিক প্রচার সংখ্যা ১০৮,০০০ কপি। এ পর্যন্ত প্রকাশিত মোট বইয়ের সংখ্যা ৯৬৬টির অধিক।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির নিয়মিত প্রকাশনা মাসিক 'শিশু' পত্রিকার মোট ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাগুলো ছাপা হওয়ার পর ছাপাখানার মাধ্যমে বিক্রয় ও বিপণন শাখায় সরবরাহ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত উল্লিখিত ১২টি সংখ্যার বিবরণ নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	ছোটদের মাসিক পত্রিকা	প্রকাশনার সংখ্যা
০১.	জুলাই ২০২১ : (বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ১০) ঈদুল আজহা সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত	৮,০০০ কপি
০২.	আগস্ট ২০২১ : (বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ১১) জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত	৮,০০০ কপি
০৩.	সেপ্টেম্বর ২০২১ : (বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ১২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মবার্ষিকীর বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত	৮,০০০ কপি
০৪.	অক্টোবর ২০২১ : (বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ১ শেখ রাসেল দিবস ২০২১ বিশেষ সংখ্যা	৮,০০০ কপি
০৫.	নভেম্বর ২০২১ : (বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ০২) হেমন্ত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত	৮,০০০ কপি
০৬.	ডিসেম্বর ২০২১ : (বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ০৩) মহান বিজয় দিবস সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত	৮,০০০ কপি
০৭.	জানুয়ারি ২০২২ : (বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ০৪) ইংরেজি নববর্ষ ও শীত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত	৮,০০০ কপি
০৮.	ফেব্রুয়ারি ২০২২ : (বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ০৫) মহান ভাষা দিবসের লেখা নিয়ে প্রকাশিত	৮,৫০০ কপি
০৯.	মার্চ ২০২২ : (বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ০৬) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত	৮,৫০০ কপি
১০.	এপ্রিল ২০২২ : (বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ০৭) স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও বাংলা নববর্ষ ১৪২৮ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত	৮,০০০ কপি
১১.	মে ২০২২ : (বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ০৮) ঈদ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত	৮,২০০ কপি
১২.	জুন ২০২২ : (বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ০৯) বর্ষা ও প্রকৃতি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত	৮,০০০ কপি

বিক্রয় ও বিপণন শাখা

পুস্তক বিক্রয়, বিপণন ও প্রদর্শনী :

কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা বইমেলা, একুশে বইমেলা, কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণসহ জেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বইমেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি অংশগ্রহণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলা শাখায় শিশু একাডেমি প্রকাশিত বই-পত্রিকা নিয়মিত বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সাধারণ বই ৪০,৯৩,৭৪৩ (চল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাত শত তেতাল্লিশ টাকা) টাকা, শিশু পত্রিকা ৬,২৪,৪১৫ (ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার চার শত পনের টাকা) টাকা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু-গ্রন্থমালা সিরিজের বই ৪৬,৫৮,৬৮৮ (ছেচল্লিশ লক্ষ আটান্ন হাজার ছয় শত আটাশি টাকা)

টাকা সর্বমোট = (৪০,৯৩,৭৪৩ + ৬,২৪,৪১৫ + ৪৬,৫৮,৬৮৮) টাকা = ৯৩,৭৬,৮৪৬ (তিরানব্বই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আট শত ছেচল্লিশ টাকা) টাকা বিক্রয় হয়েছে।

- ♦ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২ অংশগ্রহণ এবং মোট বিক্রিত অর্থের পরিমাণ ৮,৯৯,১২৬ (আট লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত ছাব্বিশ) টাকা।

শিশু চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্য ভিডিও নির্মাণ :

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি থেকে বছরে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একাধিক শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৪৮টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে যার মধ্যে একটি জাতীয় এবং একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। এছাড়াও শিশুদের দ্বারা শিশুদের জন্য প্রতিবছর শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক বিভাগ

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অন্যতম বিভাগ সাংস্কৃতিক বিভাগ। বাংলাদেশের শিশুদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও দেশের কৃষ্টি-ঐতিহ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে বিদেশে শিশু সাংস্কৃতিক দল প্রেরণ, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা ও মৌসুমি প্রতিযোগিতার আয়োজন এই বিভাগ বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে এ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ এর কারনে স্বল্পপরিসরে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে সাংস্কৃতিক বিভাগের বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ :

ক্রমিক নম্বর	অনুষ্ঠানের নাম	উদ্দেশ্য	কর্মসূচি বিবরণ	উপকারভোগী শিশুর সংখ্যা	বাস্তবায়ন এলাকা
১.	১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, চেতনা এবং দেশপ্রেম সম্পর্কে শিশুদের জানানো।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ আলোচনাসভা ও ভার্চয়াল পদ্ধতিতে জেলা উপজেলা শাখার শিশুদের অংশগ্রহণে বক্তৃতা, ছড়া ও কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কোরআন খানি, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল এবং ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। আলোচনা পর্ব ছাড়াও বিশেষ ‘শিশু’ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শিশুরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, চেতনা এবং দেশপ্রেম সম্পর্কে জানতে পারে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মানসিকতা লাভ করে।	কোভিড-১৯ এর কারনে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এবং জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক শিশু ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করে।	৬৪টি জেলা, ৬টি উপজেলা এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।
২.	বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ	শিশু অধিকার এবং শিশুর প্রতি সহিংস আচরণরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন করা।	বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ শিশু একাডেমির একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি। সপ্তাহব্যাপী ভার্চয়াল পদ্ধতিতে বিভিন্ন বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে এই কর্মসূচি উদযাপন করা হয়। প্রতিদিন ‘আমার কথা শোনো’ শিরোনামে “ছোটরা	প্রায় ২,০০,০০০ শিশু সপ্তাহব্যাপী বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহে অংশগ্রহণ করে।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়,

			বলবে বড়রা শুনবেন” বিষয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সপ্তাহের অন্যান্য দিনে দিবস অনুযায়ী আলোচনা সভা, শিশুদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ এবং বিভিন্ন শিশু সংগঠনের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।		ঢাকা, ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলা কার্যালয়।
৩.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর ৫৬তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল সম্পর্কে শিশুদের জানানো।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল-এর ৫৬তম জন্মবার্ষিকী ভার্চ্যুয়াল পদ্ধতিতে আয়োজন করা হয়।	কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অনুষ্ঠানে কোভিড-১৯ এর কারনে অল্পসংখ্যক শিশু অংশগ্রহণ করে। সারাদেশের ৬৪টি জেলা ও ৬টি উপজেলায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সকল অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক শিশু ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করে।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ৬৪টি জেলা ও ৬টি উপজেলা কার্যালয়।
৪.	১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস	মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের অবদান এবং তাঁদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করা এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা।	প্রতিবছর শিশুদের অংশগ্রহণে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার উষালগ্নে দেশের যে সব কৃতীসন্তান শহিদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।	ভার্চ্যুয়াল পদ্ধতিতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।	কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা এবং ৬৪টি জেলা ও ৬টি উপজেলা কার্যালয়।
৫.	১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন	মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা ইতিহাস শিশুদের যথাযথভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে বিজয় দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।	প্রতিবছর শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে চিত্রাংকন, আবৃত্তি ও দেশের গান প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়। এ বছর ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী শিশুদের পরিবেশনায় দেশের গান, ছড়াপাঠ, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কোভিড-১৯ এর কারনে অনুষ্ঠিত হয় নি।	বছরে গড়ে প্রায় ১,০০,০০০ শিশু অংশগ্রহণ করে।	কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা এবং ৬৪টি জেলা ও ৬টি উপজেলা কার্যালয়।
৬.	জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা	তৃণমূল পর্যায়ের শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে মেধাসম্পন্ন শিশুদের যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান।	জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে আয়োজন সম্ভব হয়নি।	-	-
৭.	২১ শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	ভাষা শহিদদের স্মরণ এবং বাংলা ভাষার জন্য তাঁদের অবদান শিশুদের অবহিতকরণ একুশ আমাদের অহংকার,	২১ শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসটির তাৎপর্য সম্পর্কে শিশুরা অবহিত হয়। ফলে মাতৃভাষা সম্পর্কে এবং এর ইতিহাস সম্পর্কে শিশুরা	প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৯০,০০০ শিশু সরাসরি একাডেমির এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।	কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা এবং ৬৪টি জেলা ও ৬টি উপজেলা

	উদযাপন।	আমাদের ভাষার ইতিহাস গৌরবময় ইতিহাস। যার ফলে শিশুরা বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠে।	জানতে পারে। যথাযথ মর্যাদায় প্রতিবছর মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণার্থী শিশুদের পরিবেশনায় কবিতা, ছড়াপাঠ ও বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়।	-	কার্যালয়।
৮.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ উদযাপন	৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে শিশুদের অবহিতকরণ।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির উদ্যোগে শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও শিশুদের মধ্যে ৭ই মার্চের ভাষণ অনুষ্ঠিত হয়।	কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অনুষ্ঠানে অল্পসংখ্যক শিশু অংশগ্রহণ করে। সারাদেশের ৬৪টি জেলা ও ৬টি উপজেলায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা করা হয়।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ৬৪টি জেলা ও ৬টি উপজেলা কার্যালয়।
৯.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মময় জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে শিশুদের অবহিতকরণ।	জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় অনুষ্ঠান আয়োজনের যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সে লক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রও ছাপানো হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।	-	-
১০.	২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বইমেলার সমাপনী দিবস উদযাপন।	মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য এবং জাতীয় দিবসের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে শিশুদের জানানো	মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।	-	-
১১.	১৪ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উদযাপন	বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করানো। এবং তাদের মধ্যে সম্প্রীতির সেতু বন্ধন তৈরী করা।	১৪ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।	-	-

শিশুদের সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ

উদ্দেশ্য : শিশুদের সৃজনশীলতা ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের সুযোগ সৃষ্টি এবং নিজস্ব ঐতিহ্যভিত্তিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে মেধাবী শিল্পী তৈরি।
শিশুর সংখ্যা : শিশু একাডেমির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে বছরে গড়ে প্রায় ৩৫ হাজার শিশু অংশগ্রহণ করে।
কর্মসূচির বিবরণ : সংগীত ৪ বছর, নৃত্য, চিত্রাংকন ও সৃজন, আবৃত্তি ও উপস্থাপনা শৈলী এবং হাওয়াইয়ান /স্প্যানিশ গিটার বিষয়ে ৩ বছর, তবলা, নাট্যকলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ২ বছর এবং দাবা, কম্পিউটার, সুন্দর হাতের লেখা, বাঁশি, বেহালা ও দোতারা বিষয়ে ১ বছর মেয়াদি সিলেবাস ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
বাস্তবায়ন এলাকা : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা, ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ০৬টি উপজেলা কার্যালয়, ঢাকা জেলার উত্তরা কেন্দ্র, গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ, ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল এবং নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলা কেন্দ্র।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সাংস্কৃতিক বিভাগ পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে সংগীত, নৃত্য, চিত্রাংকন ও সৃজন, আবৃত্তি ও উপস্থাপনা শৈলী, হাওয়াইয়ান/স্প্যানিশ গিটার, তবলা, নাট্যকলা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, দাবা, কম্পিউটার, সুন্দর হাতের লেখা, বাঁশি ও বেহালা বিষয়ে ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যার বিবরণ নিম্নরূপ :

সংগীত ফাউন্ডেশন- ২৯৬ জন, সংগীত ১ম বর্ষ- ১০৭ জন, সংগীত ২য় বর্ষ- ১০৯ জন, সংগীত ৩য় বর্ষ- ১০২ জন। নৃত্য ১ম বর্ষ- ১২৯ জন, নৃত্য ২য় বর্ষ- ৪৪ জন, নৃত্য ৩য় বর্ষ- ৪৮ জন। গিটার ১ম বর্ষ- ৫৯ জন, গিটার ২য় বর্ষ- ৩২ জন, গিটার ৩য় বর্ষ- ০৭ জন । তবলা ১ম বর্ষ- ১৫ জন, ২য় বর্ষ- ১৫ জন। দাবা- ২৮ জন। আবৃত্তি ও উপস্থাপনা শৈলী ১ম বর্ষ- ২৬৮ জন, আবৃত্তি ও উপস্থাপনা শৈলী ২য় বর্ষ- ৯৫ জন, আবৃত্তি ও উপস্থাপনা শৈলী ৩য় বর্ষ- ৫১ জন। নাট্যকলা ১ম বর্ষ- ২৩ জন, নাট্যকলা ২য় বর্ষ- ১২ জন। কম্পিউটার- ১৪ জন। সুন্দর হাতের লেখা- ৫৩ জন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ১ম বর্ষ- ৯৫ জন, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ২য় বর্ষ- ১৬ জন। চিত্রাংকন ও সৃজন - ১ম বর্ষ- ৪৭১ জন, চিত্রাংকন ও সৃজন- ২য় বর্ষ- ১১৫ জন, চিত্রাংকন ও সৃজন- ৩য় বর্ষ- ৬৮ জন। চিত্রাংকন ও সৃজন- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু- ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ- ২১ জন। বাঁশি- ০৩ জন। বেহালা- ০৭ জন।

সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা- ২৩০৩ জন।

সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ বিভাগের বিস্তারিত তথ্য :

বার্ষিক কর্মসূচি :
সংগীত, নৃত্য, চিত্রাংকন ও সৃজন, বাঁশি, বেহালা, কম্পিউটার, হাওয়াইয়ান/স্প্যানিশ গিটার, তবলা, আবৃত্তি ও উপস্থাপনা শৈলী, নাট্যকলা, সুন্দর হাতের লেখা, দাবা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং দোতারা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণের মোট বিষয় ১৪টি। তবে দোতারা বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি না হওয়ায় ১৩টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

কোর্সের মেয়াদ :

বিষয়	মেয়াদকাল
সংগীত	০৪ বছর
নৃত্য, চিত্রাংকন ও সৃজন, আবৃত্তি ও উপস্থাপনা শৈলী এবং হাওয়াইয়ান/স্প্যানিশ গিটার	০৩ বছর
তবলা, নাট্যকলা এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষা	০২ বছর
দাবা, কম্পিউটার, সুন্দর হাতের লেখা, বাঁশি, বেহালা, দোতারা	০১ বছর

প্রতিটি বিষয়ে সপ্তাহে দুইটি ক্লাশ, দুইটি শ্রেণি পরীক্ষা ও দুইটি (অর্ধ বার্ষিক ও বার্ষিক) পরীক্ষা নেয়া হয়।

শিক্ষাবর্ষ :
জানুয়ারি-ডিসেম্বর শিক্ষাবর্ষ। মোট ১৪টি বিষয়ে ৬-১৩ বছরের শিশুদের ভর্তি নেয়া হয়।

প্রশিক্ষকদের বিবরণী :
প্রশিক্ষক ও তবলা সহকারীসহ মোট প্রশিক্ষক ৭৭ জন।
সারাদেশে মোট প্রশিক্ষকের সংখ্যা ৪৯৫ জন।

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা :
২০২২-২০২৩ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) শিক্ষাবর্ষে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা মোট ২৩০৩ জন।

শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী :
উদ্দেশ্য : চিত্রাংকন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীসহ অন্যান্য শিশুদের মেধা যাচাই।
কর্মসূচির বিবরণ : চিত্রাংকনের প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের কোর্স সমাপ্ত করে অন্যান্য সকল শিশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারীদের ছবি নিয়ে শিশু চিত্রাংকন প্রদর্শনীর আয়োজন, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের উৎসাহিত করা হয়।
বাস্তবায়ন এলাকা : কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলা।

শেখ রাসেল শিশু গ্রন্থাগার :

- শিশু-কিশোরসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং শিশু বিষয়ক গবেষকগণ গ্রন্থাগার নিয়মিত ব্যবহার করেন।
- একসঙ্গে ২০০ জনের একত্রে পাঠের সুবিধা রয়েছে।
- ০৫ বছর থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশু সদস্য হতে পারে।
- সদস্য হতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির গ্রন্থাগার বিভাগ থেকে সদস্য ফরম (জামানত ১০০.০০ এক শত টাকা) সংগ্রহ করে চাহিত তথ্যাদি পূরণ করে গ্রন্থাগার শাখায় জমা দিতে হয়।
- সদস্য ফরম-এর সাথে ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জন্মনিবন্ধনের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হয়।
- নিয়মিত সদস্যরা কার্ডের মাধ্যমে বই ইস্যু করতে পারে।
- সদস্য কার্ড দ্বারা একজন সদস্য সর্বোচ্চ ০২ (দুই)টি বই ১৫ (পনের) দিনের জন্য ইস্যু করতে পারে।

শেখ রাসেল শিশু গ্রন্থাগার ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য:

- নিয়মিত সদস্য সংখ্যা- ৫,২১৫ জন।
- সংগৃহীত বইয়ের সংখ্যা- ৩৭,৮৮৪টি।
- নিয়মিত সদস্যদের সপ্তাহে গড়ে ৩৫০টি শিরোনামের বই ইস্যু করা হয়।
- শেখ রাসেল শিশু গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো শীর্ষক কর্ণার।
- অডিও-ভিজ্যুয়াল ও কমিউনিকেশন ইউনিট।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল কর্ণার।
- রবীন্দ্র কর্ণার ও নজরুল কর্ণার/ সৌজন্য প্রাপ্ত বইয়ের কর্ণার ।

গ্রন্থাগারে সংগ্রহের জন্য পুস্তক ক্রয় :
উদ্দেশ্যে: বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ৬৪টি জেলা ও ০৬টি উপজেলা গ্রন্থাগারসমূহের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করা।
উপকারভোগীর সংখ্যা : ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে প্রায় ২,২৮৪ (দুই হাজার দুইশত চুরাশি) জন শিশু-কিশোর সেবা গ্রহণ করে। এছাড়াও লেখক, গবেষক, সরকারি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধি,

বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন বিদেশি পরিদর্শক গ্রন্থাগার পরিদর্শন ও রেফারেন্স সেবা গ্রহণ করে থাকে।

কর্মসূচির বিবরণ : বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা গ্রন্থাগারসমূহে সংগ্রহের জন্য বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করে বই ক্রয় পরবর্তিতে জেলা ও উপজেলা শাখা গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে ৩২২টি শিরোনামের সর্বমোট ১০৫ কপি বই গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করার জন্য ক্রয় করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন এলাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ৬৪টি জেলা ও ০৬টি উপজেলা।

গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রতিযোগিতা :

উদ্দেশ্যে : জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে এবং শিশু-কিশোরদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলা।

উপকারভোগীর সংখ্যা : ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে প্রায় ১,০০০ (এক হাজার) জন শিশু-কিশোর সরাসরি এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়।

কর্মসূচির বিবরণ : বই পাঠের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রতিযোগিতা যেমন মুক্ত আলোচনা, কুইজ, বিতর্ক, বক্তৃতা, সৃজনশীল রচনা, পাঠচক্র, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি ছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে ০৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে মুক্ত আলোচনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, কুইজ, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করা হয়। বিশ্ব শিশু দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেখ রাসেল শিশু গ্রন্থাগারে স্থাপিত ‘বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো’ শীর্ষক কর্ণার উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেন। বর্তমানে করোনা অতিমারির কারণে পুরো বিশ্বের মতো বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এই বিশেষ ছুটিতে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে সম্পৃক্ত করার জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শেখ রাসেল গ্রন্থাগার অন-লাইন কুইজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। শিক্ষার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী সম্পর্কে জানতে, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে ও শিশু-কিশোরদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি এবং গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কুইজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিগত সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে নিয়মিতভাবে কুইজ অনুষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিমাসে দুইবার কুইজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই আয়োজনে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণির যেকোনো শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে।

বাস্তবায়ন এলাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলা ও ০৬টি উপজেলা কার্যালয়।

শিশু বিকাশ ও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র :

উদ্দেশ্য : দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মেধার লালন এবং বিদ্যালয়মুখী করা।

কর্মসূচির বিবরণ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১টিসহ জেলা শাখা নিয়ে সারাদেশে মোট ৭১টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৬ বছর বয়সী ৪২০০ শিশুদের শিক্ষা উপকরণ বিতরণসহ শিক্ষার ব্যবস্থা।

বাস্তবায়ন এলাকা : কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলা।

শিশু বিকাশ কেন্দ্র কর্মসূচি (রাজস্ব খাতভুক্ত) : বর্তমান সরকার দেশের দুস্থ, অবহেলিত, পশ্চাদপদ এবং অনগ্রসর শিশুদের কল্যাণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিশু অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পথশিশুসহ সকল শ্রেণীর দরিদ্র শিশুর পুনর্বাসন তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মাধ্যমে ঢাকা বিভাগে মেয়ে-শিশুদের জন্য আজিমপুরে ১টি এবং ছেলে-শিশুদের জন্য কেরানীগঞ্জে ১টি ও গাজীপুরে ১টি, রাজশাহীতে ১টি, খুলনাতে ১টি ও চট্টগ্রামে ১টি করে সর্বমোট ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এসকল কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭১৪ জন দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের খাবার, বাসস্থানসহ লেখা-পড়া ও

চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১৮১ জন শিশুকে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত করে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলো হলো :

ক্রমিক নং	**কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা**	**কর্মকর্তার নাম**	**মোবাইল / ই-মেইল**	**মোট শিশু সংখ্যা**
০১.	আজিমপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্র আজিমপুর, লালবাগ, ঢাকা (মেয়েদের কেন্দ্র)	জনাব লায়লা আরজুমান বানু প্রোগ্রাম অফিসার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা	০১৭৮৩১৭৬৯৩৪ lailabsa@gmail.com	১১৫ জন
০২.	কেরানীগঞ্জ শিশু বিকাশ কেন্দ্র আটিগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	জনাব এ.এস.এম. নাজমুল হক প্রোগ্রাম অফিসার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা	০১৭১২৭৬৫০১৭ nazmul_bsa@gmail.com	১৫৬ জন
০৩.	গাজীপুর শিশু বিকাশ কেন্দ্র জয়দেবপুর, বরুদা, গাজীপুর	মো. নাসির উদ্দিন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা বাংলাদেশ শিশু একাডেমি গাজীপুর	০১৭১১২৪৭৮২০ bsagazipur563@gmail.com	১০০ জন
০৪.	চট্টগ্রাম শিশু বিকাশ কেন্দ্র আতুরার ডিপো, জাংগালপাড়া, চট্টগ্রাম	জনাব নুরুল আবছার ভূইয়া জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চট্টগ্রাম	০১৮১৪১১৯১০৭ bsa.ctg07@gmail.com	৯৫ জন
০৫.	রাজশাহী শিশু বিকাশ কেন্দ্র বিভাগীয় স্টেডিয়ামের পার্শ্বে, তেরখাদিয়া, রাজশাহী	মো. মঞ্জুর কাদের জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা বাংলাদেশ শিশু একাডেমি রাজশাহী	০১৭৬২৬০৪০৯০ bsarajshahi07@gmail.com	১৩০ জন
০৬.	খুলনা শিশু বিকাশ কেন্দ্র বয়রা, খুলনা	মো. আবুল আলম জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা বাংলাদেশ শিশু একাডেমি খুলনা	০১৭১৭৬৬৯০২০ bsakhulnagov@yahoo.com	১১৮ জন
			মোট =	৭১৪ জন

শেখ রাসেল শিশু জাদুঘর

উদ্দেশ্য : বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শেখ রাসেল শিশু জাদুঘরের মাধ্যমে শিশুদের মানসিক বিকাশ ও চিন্তাশক্তির প্রসার ঘটানো এবং এক নজরে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা। এছাড়া ৬৪টি জেলার মিনি জাদুঘরকে সমৃদ্ধ করা।

উপকারভোগী শিশুর সংখ্যা : বছরে গড়ে ৫০ হাজার শিশু এই কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হয়।

কর্মসূচির বিবরণ : শেখ রাসেল শিশু জাদুঘরে প্রবেশ করলে হাতের ডান দিকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ শিশু-কিশোর নামক শো-কেসে সংরক্ষিত আছে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ শিশু-কিশোরদের ব্যবহৃত ছবি, জিনিসপত্র, বইখাতা, কলম, গ্লাস, ঘড়ি আরো বিভিন্ন জিনিসপত্র। যা দেখলে আমাদের শিশুরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। জাদুঘরের নিচতলায় দু-পাশে রয়েছে শেখ রাসেল গ্যালারি ও শেখ রাসেল আর্ট গ্যালারি। বামপাশের শেখ রাসেল গ্যালারিতে রয়েছে শেখ রাসেলের বিভিন্ন সময়ে প্রিয়জনদের সাথে তোলা আলোকচিত্র। অন্য পাশের শেখ রাসেল আর্ট গ্যালারিটি বিভিন্ন আর্ট প্রদর্শনী করার জন্য নির্ধারিত হারে ভাড়া দেওয়া হয়। এছাড়াও রয়েছে একটি থ্রি-ডি এনিমেশন হল। যেখানে শিশুদের থ্রি-ডি এনিমেশন শো দেখানো হয়। শিশু জাদুঘরের দ্বিতীয় তলার “বাংলাদেশ যুগে যুগে” শীর্ষক গ্যালারিতে ত্রি-মাত্রিক শিল্পকর্মের ৭২টি শো-কেস রয়েছে। শিল্পকর্মগুলোতে বাংলাদেশের ইতিহাসের বর্ণনা এত প্রাণবন্ত ও বাস্তব যে, শিশু-কিশোররা এক নজরেই গোটা বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে । শিশু জাদুঘরের তৃতীয় তলায় “দেখব এবার জগৎটাকে” শীর্ষক গ্যালারিতে শিশুদের জন্য একটি আকর্ষণীয় এবং তথ্যবহুল সংরক্ষণ। এখানে ২৪টি দেশের ২৪টি শো-কেসে বিভিন্ন খেলনা সামগ্রী ও ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত তৈজসপত্র সাজানো আছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় জাদুঘরের চাহিদামাফিক উন্নয়ন কার্যক্রম এবং জেলার মিনি জাদুঘরে জেলা-উপজেলার মানচিত্র ও তথ্য বিবরণীসহ স্থানীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিদর্শন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের ছবিসহ পরিচিতি ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে।

বাস্তবায়ন এলাকা : কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলা।

শেখ রাসেল আর্ট গ্যালারি

শেখ রাসেল শিশু জাদুঘর ভবনের নিচতলায় শেখ রাসেল আর্ট গ্যালারি রয়েছে। আর্ট গ্যালারিতে শিশু একাডেমির শিশুদের ছবিসহ শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কোভিড-১৯ শীর্ষক করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে শেখ রাসেল আর্ট গ্যালারিতে দর্শনার্থীর সংখ্যা কম ছিল।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাস্তবায়িত কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী আড়ম্বরপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে পালনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২২ টুঙ্গিপাড়ায় বইমেলা আয়োজন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও অন্যান্য শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন, বঙ্গবন্ধুর নামে ডাকটিকিট উন্মোচনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের টাইলস ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

বঙ্গবন্ধুকে জানো, বাংলাদেশকে জানো, শিশুদের বঙ্গবন্ধু, শহিদ শেখ রাসেলের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময় সংঘটিত নির্মম ঘটনাবলি, বিদেশি শিশুদের বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল পরিদর্শন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের টাইলস ম্যুরাল স্থাপন ইত্যাদি ।

চলমান নভেল করোনা ভাইরাস মহামারি মোকাবেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ মোবাইলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী শিশুদের কুশলাদি বিনিময় পূর্বক শিশুর শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতির খবর নিয়ে মানসিক সহায়তা প্রদান করছেন।
- সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ ক্লাস অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালনা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস কীভাবে ছড়ায় এবং এর প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে শিশু ও অভিভাবকদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য করোনা ভাইরাস বিষয়ক সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রকাশিত মাসিক "শিশু" পত্রিকায় নিয়মিত করোনা ভাইরাস বিষয়ক সচেতনতামূলক লেখা প্রকাশিত হয়।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণে প্রচারণামূলক করোনা ভাইরাস বিষয়ক ব্যানার, ফেস্টুন স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশে শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলা কার্যালয়ে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ফেইস মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস ইত্যাদি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং একাডেমির প্রাঙ্গাণ জীবাণুমুক্ত রাখার লক্ষ্যে জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটানোর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা এবং ৬টি উপজেলা কার্যালয় ৩৯৯২৫টি ফেইসমাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।
- এছাড়াও হ্যান্ডগ্লাভস, তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র (থার্মোস্ক্যানার) ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জীবাণু প্রতিরোধী সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি পরিচালিত ৬টি শিশুবিকাশ কেন্দ্রে বসবাসরত শিশুদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ফেইস মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস ব্যবহারসহ জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটানোর বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, শিশুদের পুষ্টিকর খাবার বিতরণের ব্যবস্থাকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ শিশু একাডেমির শাখা অফিসসমূহে আগত শিশুদের অভিভাবক/সুবিধাভোগীদের জন্য করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- শিশুদের পাঠাভ্যাসে মনোযোগী হওয়ার জন্য অন-লাইনভিত্তিক কুইজ অনুষ্ঠানের আয়োজন অব্যাহত আছে।

শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

দোয়েল চত্বর সড়ক, শাহবাগ, ঢাকা- ১০০০।

১। প্রকল্পের নাম : **শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়), ১ম সংশোধিত**
Early Learning for Child Development Project (3rd Phase)

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা :

ক) মন্ত্রণালয় : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

৩। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট : ৩৭৭১.৩৩ লক্ষ টাকা

ক) স্থানীয় মুদ্রা : ৮২১.৩৩ লক্ষ টাকা

খ) বৈদেশিক মুদ্রা : ২৯৫০.০০ লক্ষ টাকা

৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

ক) আরম্ভ : ০১ অক্টোবর ২০১৮

খ) সমাপ্তি : ৩১ ডিসেম্বর ২০২১

৫। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা : ইউনিসেফ

৬। প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য :

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত (ইসিসিডি) নীতি বাস্তবায়নের কর্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নীতি কার্যকর করার সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা প্রদান, যাতে বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত হয়।

৭। প্রকল্পের প্রধান কর্মসূচি :

- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত **(Comprehensive Early Childhood Care and Development-ECCD)** নীতি দক্ষ এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নীতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি;
- পরিবার এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ইসিসিডি বিষয়ক এডভোকেসি, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও গণযোগাযোগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা /প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি;
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় গাইডলাইন/স্ট্যান্ডার্ড উন্নয়ন/প্রণয়ন;
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ বিষয়ক কার্যক্রম সুপারভিশন, মনিটরিং, এসেসমেন্ট এবং ইনোভেশন কার্যক্রম এবং
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ইসিসিডি সেবা (ডে-কেয়ার, শিশু বিকাশ কার্যক্রম) প্রদান।

৮। প্রকল্প এলাকা :

- **UNICEF**-এর নির্বাচিত ১৫টি জেলার (বরগুনা, ভোলা, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, জামালপুর, নেত্রকোনা, খুলনা, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, মৌলভীবাজার এবং সুনামগঞ্জ জেলা) ১৬টি উপজেলা (পাথরঘাটা, লালমোহন, উখিয়া, টেকনাফ, থানচি, বিলাইছড়ি, ইসলামপুর, কলমাকান্দা, দাকোপ, শ্যামনগর, বেলকুচি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, গাইবান্ধা সদর, কুড়িগ্রাম সদর, রাজনগর এবং দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা);
- ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ, গাজীপুর, চট্রগ্রাম, বরিশাল, খুলনা, সিলেট ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন-এর আরবান এলাকা এবং চা-বাগান, যৌনপল্লী, কেন্দ্রীয় কারাগার, চর, হাওর, দ্বীপাঞ্চল ও অন্যান্য অবহেলিত এলাকা ইত্যাদি।

৯। প্রকল্পের হালনাগাদ অগ্রগতি :

- ৫টি সিটি কর্পোরেশনের (গাজীপুর, চট্রগ্রাম, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল) সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে প্রকল্পের এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- সমন্বিত ইসিসিডি পলিসি ২০১৩ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৫টি জেলার ডিআরটি সদস্য বৃন্দের ০২ দিনের ওরিয়েনটেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।
  - ✓ সমন্বিত ইসিসিডি পলিসি ২০১৩ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পভুক্ত ১৫টি জেলার জেলা ইসিসিডি কমিটির সদস্যদের ওরিয়েনটেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। এবং ১৬টি উপজেলার ইসিসিডি কমিটির সদস্যবৃন্দের ওরিয়েনটেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।
  - ✓ প্রকল্পভুক্ত ১৬টি উপজেলার ৯০টি ইউনিয়ন ইসিসিডি কমিটির সদস্যবৃন্দের ওরিয়েনটেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

- প্রকল্পের আওতায় ৯৮টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও ৪০টি ডে-কেয়ার পরিচালনা করা হচ্ছে (কোভিড-১৯ এর কারণে সরকারি নির্দেশনার আলোকে ১৮ মার্চ ২০২০ থেকে শিশু বিকাশ ও ডে-কেয়ার কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বিকল্প কারিকুলামের মাধ্যমে মোবাইল ভিত্তিক পাঠদান অব্যাহত আছে)।
  - ✓ গাজীপুর, চট্রগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন-এর আরবান এলাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৫০টি এবং দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, রাজনগর, কুড়িগ্রাম সদর, গাইবান্ধা সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, লালমোহন, দাকোপ, শ্যামনগর ও পাথরঘাটা উপজেলার প্রতিটিতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ৪টি করে ৩৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়।
  - ✓ ৯টি কেন্দ্রীয় কারাগারে (কাশিমপুর-গাজীপুর, চট্রগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার) এবং ১টি জেলা কারাগারে (কক্সবাজার জেলা কারাগার) মোট ১০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র এবং ফরিদপুর শহরস্থ যৌন পল্লীতে ২টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়।
- প্রকল্পের আওতায় ৪০টি ডে-কেয়ার বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালনার পরিকল্পনা থাকায় ইউনিসেফ এবং ফুলকি-এর মধ্যে **PCA(Partner Cooperation Agreement)** স্বাক্ষরের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর, গাজীপুর, চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এর গার্মেন্টস এলাকায় ২৫টি এবং সিলেট ও মৌলভীবাজার চা-বাগান এলাকায় ১৫টি মোট ৪০টি ডে-কেয়ার বেসরকারি সংস্থা ফুলকি কর্তৃক পরিচালনা করা হয়।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি বরাদ্দের বিপরীতে খরচের বিবরণ

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ	খরচ	অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা
১।	কোড নং ১২০০০৫৯০০ শিশু পুরস্কার আবর্তক ব্যয়	৩৩০.০০	২৯৪.১৬	৩৫.৮৪
২।	কোড নং ১৩১০০৭৯০০ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি (রাজস্ব খাত) আবর্তক ব্যয়	৪৩৩০.৩৫	৩৫৮০.০৫	৭৫০.০০
৩।	কোড নং ১৩৫০০৯৬০০ শিশু বিকাশ কেন্দ্র আবর্তক ব্যয়	৬৮০.০০	৪৫৬.৯৭	২২৩.০৩
	সর্বমোট	**৫৩৪০.৩৫**	**৪৩৩১.১৮**	**১০০৯.১৭**

অডিট প্রতিবেদন

অডিট সংক্রান্ত তথ্য :

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ৩০/০৬/২০২২ তারিখ পর্যন্ত অডিট সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ :

(কোটি টাকায়)

১.	বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৪টি	জড়িত টাকার পরিমাণ ০.৪৯১০
২.	৬৪টি জেলা শাখা	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ২৪টি	জড়িত টাকার পরিমাণ ১.০৫২৯
		মোট : ২৮টি	১.৫৪৩৯/-

কথায় : (এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ উনচল্লি হাজার টাকা মাত্র)।

অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

তথ্য অধিকার

তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের সংখ্যা : আবেদন পাওয়া যায়নি।
আবেদনে প্রার্থিত তথ্যের বিবরণ : প্রযোজ্য নয়।
আবেদনের বর্তমান অবস্থা : প্রযোজ্য নয়।
আপিল আবেদনের তথ্য : কোনো আপিল হয়নি।
কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ : কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ নাই।
তথ্য কমিশনের চূড়ান্ত আদেশ : তথ্য কমিশনের চূড়ান্ত আদেশ নেই।
যুক্তিসংগত মূল্যে সকল প্রকাশনা বিতরণ ও বিক্রয়ের তথ্য : যুক্তিসংগত মূল্যে সকল প্রকাশনা বিতরণ ও বিক্রয়ের তথ্য নেই।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষের নাম, পদবি ও যোগাযোগের তথ্য : শামীমা আরেফিন, প্রোগ্রাম অফিসার (তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা। ফোন : ০২-৭১১৬০১২, মোবাইল : ০১৭৮৩১৭৬৯৩৪।

আপিল কর্তৃপক্ষ
সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ফোন নং : +৮৮-০২-৫৫১৬০৮৭৯, ফ্যাক্স নং : +৮৮-০২-৯৫৪০৮৯২
ই-মেইল : **pstosecretary@mowca.gov.bd**

জ) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য
কর্তৃপক্ষের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, প্রস্তাবনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ ও জনসাধারণের মতামত :
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি : আইন ও বিধি বিধানের আলোকে।
মামলা সংক্রান্ত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কোনো মামলা নেই।
প্রেস রিলিজ/কনফারেন্সের বিবরণী : নেই।

ঝ) বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য
বিভাগীয় মামলা রুজুর তথ্য : নাই।
চূড়ান্ত আদেশের তথ্য : প্রযোজ্য নয়।

ঞ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদত্ত ও ডাউনলোড/প্রিন্টযোগ্য তথ্যের তালিকা :
বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ওয়েবসাইটে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদত্ত ও ডাউনলোড/প্রিন্টযোগ্য সকল তথ্য (www.shishuacademy.gov.bd) এ পাওয়া যাবে।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও প্রকল্প

শিশুদের অংশগ্রহণে দেশব্যাপী মুজিববর্ষ উদযাপন;
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় শিশুদের বিকাশ ও আনন্দময় শৈশব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
অটিস্টিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিকশিত করার লক্ষ্যে সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন;
গ্রামীণ শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশ প্রকল্প;
শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ (শিশুর প্রথম ১০০০ দিনের সহায়তা) প্রকল্প;
বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধি;
বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা ও উপজেলা শাখায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
উপজেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
সমন্বিত সমাজভিত্তিক শিশু-যত্ন কেন্দ্র এবং সাঁতার সুবিধা প্রকল্প।

কর্মসূচির নাম :
শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত (ইসিসিডি) নীতি ২০১৩ বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মসূচি ন্যাশনাল চিলড্রেন'স টাস্কফোর্স (NCTF) শীর্ষক কর্মসূচি।